সমকাল

তারিখ ... 21 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ...6... কলাম ...2...

বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ
গোড়ার গলদ দূর করুন

বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় বছরে যত শিক্ষক নিয়োগ
হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন 'বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন
ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ' (এনটিআরসিএ) আয়োজিত নিবন্ধন
পরীক্ষায় পাস করছেন তার চারগুণ বেশি প্রার্থী। স্বভাবতই শিক্ষক নিয়োগ
নিয়ে দুর্নীতি বাড়ছে– এই ভাষ্য খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের
নীতিনির্ধারকদের। মঙ্গলবার সমকালে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত এক
প্রতিবেদনে এও বলা হয়েছে যে, দেশের বেসরকারি শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষকের চাহিদা জানে না এনটিআরসিএ। এটা
নিঃসন্দেহে অব্যবস্থাপনা ও অদূরদর্শিতার নজির। কিন্তু আমরা মনে করি,
সংকট আরও গভীরে। এ মাসের গোড়ায় সমকালেই প্রকাশিত এক
প্রতিবেদন সূত্রে জানা গিয়েছিল, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া পরিদর্শন ও
নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) হিসাবেই কেবল গত অর্থবছরে সারাদেশে
দেড় হাজারের বেশি শিক্ষকের বিভিন্ন সনদ জাল প্রমাণিত হয়েছে। সব
মিলিয়ে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমবেশি ৬০ হাজার শিক্ষকের
সনদ জাল। এমন চিত্র যেন 'মহামারী'। নিছক চাহিদার তুলনায় সরবরাহ
বেশি বলে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হচ্ছে– এমন যুক্তি আমাদের
কাছে খোড়াই মনে হয়। আমরা জানি, দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
শিক্ষক-নিয়োগে অনিয়ম এখন কতটা 'ওপেন সিক্রেট'। প্রত্যন্ত গ্রামের
রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো দেশের সর্বোচ্চ
বিদ্যাপীঠেও আলো ছড়ানোর মানুষ নির্বাচনে কী ধরনের অন্ধকারাচ্ছন্ন
প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়, কমবেশি সবাই এখন জানেন। মাত্র দুই দশক
আগেও বিশ্ববিদ্যালয়ে উজ্জ্বলতম শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষকতার দ্বার
অবারিত ছিল। এখন সেখানে দলবাজি, স্বজনপ্রীতি, আঞ্চলিকতা এমনকি
আর্থিক লেনদেনেরও অভিযোগ পাওয়া যায়। বেসরকারি স্কুল-কলেজ
পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগে দেড়-দুই দশক আগেও পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারে
উত্তীর্ণ শিক্ষক-প্রার্থীর কাছে 'ডোনেশন' হিসেবে কিছু অর্থ নেওয়া হতো।
এর একটি অংশ প্রতিষ্ঠানের তহবিলেও জমা হতো। কিন্তু এখন শিক্ষক
নিয়োগ মানেই কর্তা ব্যক্তিদের লাখ লাখ টাকার নগ্ন বাণিজ্য। প্রশ্ন হচ্ছে,
এভাবে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে যেসব 'মানুষ গড়ার কারিগর' আমরা
পাচ্ছি, তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কী ধরনের শিক্ষা দেবেন? শিক্ষক যেখানে
শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন; সেখানে এসব 'শিক্ষক' না
ধারণ করেন নৈতিকতা, না আছে প্রজ্ঞা। এটা ঠিক যে, এখনও কিছু
মেধাবী শিক্ষকতা পেশায় আসছেন। 'যুগের ধর্ম' মেনে, অর্থের অনর্থ ও
অনিয়ম মেনেই আসছেন। এই কারণে তো বটেই, চারপাশে যখন
অমেধাবী সহকর্মীর ছড়াছড়ি দেখেও তাদের মনোবল অটুট থাকার কথা
নয়। বিলম্বে হলেও এই আত্মঘাতী তৎপরতা আমাদের বন্ধ করতেই হবে।
আমরা যদি সৎ ও মেধাবী জাতি গঠন করতে চাই, তাহলে গোড়ার এই
গলদ যে কোনো মূল্যে দূর করতেই হবে। বিভিন্ন সময়ে সমকালেই আমরা
দেখেছি, শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের শত শত লিখিত অভিযোগ প্রতি মাসে
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এসে পৌঁছায়। এগুলোর কি যথার্থ তদন্ত ও প্রয়োজনীয়
ব্যবস্থা গৃহীত হয়? আমরা মনে করি, এসব অভিযোগের প্রতিকার এবং
জাল সনদ সরবরাহ ও গ্রহণের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের
পাশাপাশি যদি নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করা যায়,
তাহলে ভবিষ্যতে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম নিয়ন্ত্রণে আসবে। মনে রাখা
জরুরি, আমরা যদি শিক্ষক বাছাইয়ে স্বচ্ছ ও নৈতিক মানদণ্ড বজায় রাখতে
না পারি, তাহলে শিক্ষা প্রসারে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ নিছক
কাগুজে সাফল্যই জন্ম দিতে থাকবে।